১০

মুদ্রাস্ফীতি, মজুরি ও বেকারত্ব
Inflation, Wage and Unemployment

যখন উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে, সেই অবস্থাকে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার ফিলিপ্‌স রেখা বেকারত্বের হারের সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির হার ও মুদ্রাস্ফীতির হারের সম্পর্ক প্রকাশ করে। এ ইউনিটের তিনটি পাঠে মুদ্রাস্ফীতি, ফিলিপ্‌স রেখা এবং মূল্য ও মজুরির বন্ধন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

- ❖ **পাঠ-১ : মুদ্রাস্ফীতি**
- ❖ **পাঠ-২ :ফিলিপ্‌স রেখা**
- ❖ **পাঠ-৩ : মূল্য ও মজুরির বন্ধন**

পাঠ-১

মুদ্রাস্ফীতি

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা
- মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ
- মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা
- মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। বস্তুত, দামের ক্রমাগত বৃদ্ধিই হলো মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতির অর্থ দাম বেশি থাকা নয়, বরং দামের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকাকেই মুদ্রাস্ফীতি বোঝায়। মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা কঠিন। বরং এটি হলো গতিশীল বিশ্লেষণ। এক বছরের প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতিকে বিশ্লেষণ না করে দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষিতে দামের Trend line-এর প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতিকে বিশ্লেষণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে ভোক্তার মূল্য সূচক উৎপাদকের বা পাইকারি মূল্য সূচক এবং GNP Deflatorকে ব্যবহার করা হয়।

মুদ্রাস্ফীতির অর্থ দাম বেশি থাকা নয়, বরং দামের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকাকেই মুদ্রাস্ফীতি বোঝায়।

মুদ্রাস্ফীতি বলতে কোনো এক-দুটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিকে বোঝায় না। বরং সামগ্রিক অর্থনীতির সকল পণ্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিকে বোঝায়। জনগণের ব্যয়ের বেশির ভাগ অংশ যেসব পণ্যের জন্য ব্যয় হয় সেসব পণ্যের মূল্য বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি হবেই। যেমন বাড়ি ভাড়া, খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানি। এসব পণ্য ও সেবার মূল্য বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি দ্রুত ত্বরান্বিত হয়।

প্রফেসর Gardner Ackley-এর মতে, 'দামের বৃদ্ধি অবস্থাকে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি, উচ্চ দামকে নয়। অন্য ধারণায় মুদ্রাস্ফীতি হলো একটি অভারসাম্য অবস্থা। এটিকে গতিশীলভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, স্থিতিশীলভাবে নয়।

প্রফেসর Samuelson-এর মতে, 'মুদ্রাস্ফীতি বলতে আমরা বুঝে থাকি যখন দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদান দাম সার্বিকভাবে বাড়তে থাকে- রুটি, গাড়ি, চুলকাটার দাম বাড়তে থাকে; মজুরি, খাজনা ইত্যাদির দাম বাড়তে থাকে।'

সাময়িক দামস্তর বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে না। কারণ একই বছরে বাজার মূল্যের ওঠা-নামা হবেই। তাই একবার দামের উত্থান থেকে মুদ্রাস্ফীতি হয়নি বলে বছরব্যাপী দামের উত্থান-পতনের গড় এবং পূর্ববর্তী বছরের সঙ্গে বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো ভিত্তি বছরের দামস্তরের সঙ্গে তুলনা করেই মুদ্রাস্ফীতি অবস্থা বলা যায়।

Harry Johnson-এর মতে, 'স্থিতিশীল দাম বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বোঝায়।'

Poigou-এর মতে, 'যখন উৎপাদন কার্যের সম্প্রসারণের চেয়ে আর্থিক আয়ের সম্প্রসারণ বেশি হয় তখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।'

J.M. Keynes-এর মতে, 'পূর্ণ নিয়োগ অর্জিত হওয়ার পর সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে দামস্তর বাড়ে'- এটিই প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাস্ফীতি। পূর্ণ নিয়োগের পূর্বেও যদি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় তা হবে Bottleneckinflation।

Milton Friedman-এর মতে, 'মুদ্রাস্ফীতি সব সময় এবং সর্বত্রই আর্থিক ব্যাপার। উৎপাদনের চেয়ে বেশি হারে অর্থের যোগান বাড়লেই এটি সৃষ্টি হয়।'

উপরের সংজ্ঞাসমূহ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়, মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হয়। তবে মুদ্রাস্ফীতি হলো অর্থনীতির একটি অবস্থা, যখন দামস্তর ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। সাময়িক দামস্তর বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে না। কারণ একই বছরে বাজার মূল্যের ওঠা-নামা হবেই। তাই একবার দামের

উত্থান থেকে মুদ্রাস্ফীতি হয়নি বলে বছরব্যাপী দামের উত্থান-পতনের গড় এবং পূর্ববর্তী বছরের সঙ্গে বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো ভিত্তি বছরের দামস্তরের সঙ্গে তুলনা করেই মুদ্রাস্ফীতি অবস্থা বলা যায়।

মুদ্রাস্ফীতির হার

মুদ্রাস্ফীতির হার (P)= $(P)=\frac{\frac{P_1-P_0}{t_1-t_0}}{P_0}\times 100$

বা $(P)=\frac{\frac{dp}{dt}}{P_0}\times 100$

P=দামস্তর
t=সময়
t_0=ভিত্তি বছর
t_1=বর্তমান বছর

সমস্যা : ১৯৯০ সালে কোনো দেশের মূল্যস্তরের সূচক ছিল ১০০। ১৯৯৭ সালে যদি মূল্যস্তরের সূচক ১৭০ হয় তাহলে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?

সমাধান $P=\frac{\frac{dp}{dt}}{P}\times ১০০=\frac{\frac{১৭০-১০০}{৭}}{১০০}\times ১০০=\frac{৭০}{৭}=১০\%$

মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ

মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এসব কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. অর্থের যোগান বৃদ্ধি : ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, মূল্যস্তর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। যেমন কুলবর্ন বলেন 'Too much money chases too few goods'. অর্থের যোগান বেড়ে যাওয়াই মুদ্রাস্ফীতির কারণ। ফিশারের সমীকরণে-

$MV=PT$

$P=\frac{MV}{T}$ যখন V এবং T স্থির থাকে। তাই M যদি λ হারে বাড়ে তাহলে p ও λ হারে বাড়বে। তথা

$\lambda p=\frac{\lambda M-V}{T}$

সরকারি ব্যয় বাড়লে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে। তখন যোগান স্থির থাকলে দামস্তর বাড়বে। সেজন্য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়ে তথা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

২. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি : সরকারি ব্যয় বাড়লে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে। তখন যোগান স্থির থাকলে দামস্তর বাড়বে। সেজন্য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়ে তথা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

৩. ঘাটতি অর্থ সংস্থান : কোনো অর্থনীতিতে সরকার যদি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ঘাটতি অর্থসংস্থান করে তাহলে অবশ্যই সামগ্রিক চাহিদা বাড়বে এবং দামস্তর বেড়ে যাবে। এখানে শুধু অর্থের যোগান বৃদ্ধির চেয়েও প্রতিক্রিয়া বেশি পড়বে। অথবা শুধু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির চেয়ে প্রতিক্রিয়া বেশি পড়বে। অর্থাৎ দামস্তর বেড়ে যাবে। সরকারি ব্যয় বাড়ার ফলে IS রেখা ডানে সরে যায়। ফলে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে এবং দামস্তর বাড়বে।

৪. অর্থের প্রচলন গতি বাড়া : অর্থের প্রচলন গতি বাড়লে তথা অর্থ মানুষের কাছে পূর্বের চেয়ে কম পছন্দনীয় হলে মানুষের ব্যয় প্রবনতা বেড়ে যাবে। এতে দামস্তর বেড়ে যাবে।

৫. যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ : কোনো দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে প্রচুর ব্যয় করতে হয়। এজন্য সরকার নতুন মুদ্রা ছাপলে দামস্তর বাড়ে। অথবা ভোগ্য পণ্য শিল্পের কাঁচামাল, যুদ্ধান্ত তৈরি শিল্পে স্থানান্তর হতে পারে। সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে দামস্তর বেড়ে যেতে পারে। পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হলেও দামস্তর বেড়ে যেতে পারে। আবার জনগণের মধ্যে যদি পণ্য পাওয়া যাবে না- এমন প্রত্যাশা সৃষ্টি হয় তাহলেও দামস্তর বেড়ে যেতে পারে। যুদ্ধের সময় সরকার যদি ঋণপত্রের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তাহলে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে উক্ত ঋণপত্রের অর্থ সরকার ফেরত দিলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং দামস্তর বাড়বে।

যুদ্ধের সময় সরকার যদি ঋণপত্রের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তাহলে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে উক্ত ঋণপত্রের অর্থ সরকার ফেরত দিলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং দামস্তর বাড়বে।

৭. কর হ্রাস-বৃদ্ধি : সরকার প্রত্যক্ষ কর হ্রাস করলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে। ফলে দামস্তর বাড়তে পারে। আবার পরোক্ষ কর আরোপ করলে ব্যষ্টিক দৃষ্টিতে দাম বাড়বে, ফলে দামস্তর বাড়বে। তাই কর ব্যবস্থাও মুদ্রাস্ফীতির কারণ হতে পারে।

৮. মজুরি বৃদ্ধি : শ্রম বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকলে মজুরি অনমনীয় হয়ে পড়ে। এরপরও শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে মজুরি বৃদ্ধি পেলে অন্য কোনো কারণে উপকরণ মূল্য বাড়লে খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হবে। খরচ বৃদ্ধি পেলে শ্রমের নিয়োগ কমে যায়। তখন সামগ্রিক যোগান কমে এবং দামস্তর বেড়ে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধি : মুদ্রাস্ফীতি একটি গতিশীল ধারণা। তাই জনসংখ্যাগত চলকের পরিবর্তন হলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হতে পারে। জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে কিন্তু ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন তত বাড়ে না তখন দাম স্তরে বেড়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : কোনো দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে দামস্তর বাড়তে পারে। যোগানের মৌলিক প্রয়োজনীয় উৎপাদান এবং উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। এতে পণ্যের যোগান কমে যায় এবং দামস্তর বেড়ে যায়।

১১. দ্রব্য বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা : দ্রব্য বাজারে যদি সরকার হস্তক্ষেপ করে তথা ন্যূনতম দাম নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হতে পারে আবার একচেটিয়া, অলিগোপলি ধরনের বাজার সৃষ্টি হলেও মূল্যস্তর বেড়ে যেতে পারে।

দ্রব্য বাজারে যদি সরকার হস্তক্ষেপ করে তথা ন্যূনতম দাম নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হতে পারে আবার একচেটিয়া, অলিগোপলি ধরনের বাজার সৃষ্টি হলেও মূল্যস্তর বেড়ে যেতে পারে।

উপরে মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর যে কোনো একটি কারণে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হতে পারে; আবার একাধিক কারণ একসঙ্গে ঘটতে পারে। যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা

মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থায় কোনো অর্থনীতি ভুগছে কিনা তা নিম্নের লক্ষণসমূহ দেখে আমরা বুঝতে পারব-

প্রথমত : গত দিনের দামের চেয়ে পরের দিনের দাম বেশি এবং এরূপ প্রতিদিনই যদি মূল্য বাড়তে থাকে এবং তা দীর্ঘ সময় চলতে থাকে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে বলে ধরা যায়। এক মাসে দাম বাড়ে পরের মাসে কমে- এতে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে বলা যাবে না।

দ্বিতীয়ত : Ackley-এর মতে, মুদ্রাস্ফীতি কোনো Static বিষয় নয়, Dynamic বিষয়। বছরের পর বছর যদি দাম বাড়তে থাকে তবে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে বলা যাবে।

তৃতীয়ত : Milton Friedman-এর মতে, মুদ্রাস্ফীতি হলো একটি আর্থিক ঘটনা। অর্থের যোগানের হেরফেরের কারণেই এটি সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক চলকের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এটি তীব্র হয়ে ওঠে।

চতুর্থত : Keynes-এর মতে, অর্থনীতিতে অতিরিক্ত সামগ্রিক চাহিদাই দামস্তর বৃদ্ধির মূল কারণ। তাই অর্থনীতিতে যদি উৎপাদনশীলতা না বাড়ে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি অবস্থা সৃষ্টি হবে।

পঞ্চমত : কোনো অর্থনীতিতে যদি মজুরি বাড়তে থাকে, উপকরণের দাম বাড়তে থাকে, আমদানি পন্যের মূল্য বাড়তে থাকে, মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয় তাহলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে অথবা অচিরেই হবে বুঝতে হবে।

ষষ্ঠত : মুদ্রাস্ফীতির হার ১%, ২%, ৩%, ৫%, ১০%, ৫০%, ১০০%, ৫০০% হতে পারে। কত % হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। তবে দামের বৃদ্ধি ঘটছে এবং তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে বলা যাবে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

বিভিন্ন বিষয়কে ভিত্তি ধরে মুদ্রাস্ফীতিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির হার বা গতির ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতিকে নিচের ছকে দেখানো যায়।

এই প্রকারগুলো আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। নিচে এগুলো আলোচনা করা হল-

গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

দামস্তর যখন শতকরা ৫ ভাগ হারে বাড়তে তাকে তখন তাকে পদসঞ্চরী মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ক্রিপিং মুদ্রাস্ফীতি : দামস্তর যখন খুবই আস্তে বাড়তে থাকে, তখন তাকে ক্রিপিং মুদ্রাস্ফীতি বলে।

পদসঞ্চরী মুদ্রাস্ফীতি : দামস্তর যখন শতকরা ৫ ভাগ হারে বাড়তে তাকে তখন তাকে পদসঞ্চরী মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি : দামস্তর যখন দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে এবং বৃদ্ধি প্রক্রিয়া যদি সরকারের নিয়ন্ত্রণ না তাকে তখন তাকে ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি বলে।

লম্ফমান মুদ্রাস্ফীতি : মুদ্রাস্ফীতির হার যখন ১০০%-এর ওপরে উঠে যায় তখন তাকে লম্ফমান মুদ্রাস্ফীতি বলে।

সময়ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

শান্তিকালীন মুদ্রাস্ফীতি : স্বাভাবিক অবস্থায় যখন কোনো দেশে যুদ্ধবিগ্রহ না থাকে তখন যে মুদ্রাস্ফীতি হয় তাকে শান্তিকালীন মুদ্রাস্ফীতি বলে।

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি : যুদ্ধকালীন সময় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায়, সরবরাহ ব্যবস্থা অচল হওয়ায়, আমদানি ব্যাহত হওয়ায়, নতুন মুদ্রা ছাপানো ইত্যাদি কারণে যে দামস্তর বাড়ে তাকে যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি বলে।

যুদ্ধ পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতি : যুদ্ধ পরবর্তী সময় সরকার যুদ্ধকালীন সময়ে গৃহীত ঋণ পরিশোধ ও সুদ পরিশোধের ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে এবং দামস্তর বাড়ে যাকে যুদ্ধ পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতি বলে।

যুদ্ধকালীন সময় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায়, সরবরাহ ব্যবস্থা অচল হওয়ায়, আমদানি ব্যাহত হওয়ায়, নতুন মুদ্রা ছাপানো ইত্যাদি কারণে যে দামস্তর বাড়ে তাকে যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি বলে।

অঞ্চলভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

জাতীয়/দেশীয় মুদ্রাস্ফীতি : একটি দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চলকের পরিবর্তনের ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় তা দেশীয় মুদ্রাস্ফীতি।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি : একটি দেশের দ্রব্যমূল্য যখন অন্যান্য দেশের মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা তাড়িত হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি বলে। বিদেশে মুদ্রাস্ফীতি হলে দেশের রপ্তানি বেড়ে যায় এবং আমদানি কমে যাবে, দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি হবে।

বিদেশে মুদ্রাস্ফীতি হলে দেশের রপ্তানি বেড়ে যায় এবং আমদানি কমে যাবে, দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি হবে।

কারণভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি : সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা ভোগ বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে এবং দামস্তর বাড়ে। দামস্তরের এই বৃদ্ধিকে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

মুদ্রাজনিত মুদ্রাস্ফীতি : অর্থের যোগান বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বেড়ে থাকে। একে মুদ্রাজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘাটতি অর্থ সংস্থানজনিত মুদ্রাস্ফীতি : নতুন মুদ্রা ছাপানোর মাধ্যমে অর্থসংস্থান করে ব্যয় বাড়লে দামস্তর বেশি হারে বাড়বে। দামস্তরের এই বৃদ্ধিকে ঘাটতি অর্থসংস্থানজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঋণ সম্প্রসারণজনিত মুদ্রাস্ফীতি : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণের সম্প্রসারণ করলে অর্থনীতির ব্যয় করার ক্ষমতা বাড়ে এবং দামস্তর বাড়ে। একে ঋণ সম্প্রসারণজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খরচজনিত মুদ্রাস্ফীতি

মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি : মজুরি বৃদ্ধি পেলে বা উপকরণাদির দাম বাড়লে শ্রমের নিয়োগ না কমে উৎপাদন কমে, সামগ্রিক যোগান কমে। ফলে দামস্তর বাড়ে। একে মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

মজুরি বৃদ্ধি পেলে বা উপকরণাদির দাম বাড়লে শ্রমের নিয়োগ না কমে উৎপাদন কমে, সামগ্রিক যোগান কমে। ফলে দামস্তর বাড়ে। একে মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।দেশে মুদ্রাস্ফীতি হলে দেশের রপ্তানি বেড়ে যায় এবং আমদানি কমে যাবে, দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি হবে।

যোগান ঘাটতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি : প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের সময় অর্থনীতির সামগ্রিক যোগান হ্রাস পায় এবং দামস্তর বাড়ে। একে যোগান ঘাটতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

মুনাফাজনিত মুদ্রাস্ফীতি : একচেটিয়া ও অলিগোপলি বাজারের প্রভাবে উৎপাদনকারীরা বাড়তি মুনাফা বাড়াতে চেষ্টা করলে উৎপাদন কমবে, দাম বাড়বে। দামস্তরের এই বৃদ্ধিকে মুনাফাজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

প্রত্যাশাভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি : যে ধরনের মুদ্রাস্ফীতি জনগণ আশা করে তা যদি ঘটে যায় তবে তাকে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। বাংলাদেশে ৫% মুদ্রাস্ফীতিকে প্রত্যাশিত ধরা হয়।

অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি : যে ধরনের মুদ্রাস্ফীতি জনগণ আশা করে না, হঠাৎ কোনো কারণে ঘটে যায়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

কোনো দেশের সরকার যদি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

নিয়ন্ত্রণভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি : কোনো দেশের সরকার যদি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

অবাধ মুদ্রাস্ফীতি : যদি কোনো দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কোনো পদক্ষেপ না নেন তাহলে তাকে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি বলে।

সারসংক্ষেপ

মুদ্রাস্ফীতি হলো অর্থনীতির এমন একটি অবস্থা, যখন দামস্তর ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। বিভিন্ন কারণে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, অর্থের যোগান বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, ঘাটতি অর্থ সংস্থান, অর্থের প্রচলন গতি বাড়া, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ, করের হ্রাস বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি। এগুলোর যে কোনো একটি কারণে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হতে পারে, আবার একাধিক কারণ একসঙ্গে ঘটতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির হার বা গতির ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. সরকার প্রত্যক্ষ কর হ্রাস করলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে। ফলে দামস্তর কমতে পারে।
সত্য/মিথ্যা

২. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক চাহিদা ও দামস্তর বাড়ে। একে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।
সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুদ্রাস্ফীতির হার কি?

২. একটি অর্থনীতি মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থায় ভুগছে, সেটা কিভাবে বোঝা যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? এর কারণগুলো কি?

২. মুদ্রাস্ফীতি কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. মিথ্যা ২. সত্য

পাঠ-২

ফিলিপ্স রেখা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- ফিলিপ্স রেখা কি
- ফিলিপ্স রেখা বরাবর সঞ্চালন ও স্থানান্তর
- ফিলিপ্স রেখার আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

A. W. Philips এর লেখা "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money wage in the United Kingdom 1861-1957" শিরোনামে Economica জার্নালে ১৯৫৮ সালে একটি নিবন্ধ লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। Tobin বলেন এটি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম সামষ্টিক অর্থনীতির নিবন্ধ। যেখানে মজুরি বৃদ্ধির হার, বেকারত্বের হার ও মুদ্রাস্ফীতির হারের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র দেখান হয়।

ফিলিপ্স রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে বেকারত্বের হারের সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির হার ও মুদ্রাস্ফীতি হারের সম্পর্ক প্রকাশ পায়।

ফিলিপ্স ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর গবেষণা করেন এবং ১৮৬১-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ের অবিন্যস্ত তথ্য গ্রহণ করেন। যার মাধ্যমে তিনি একটি রেখার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন যাকে ফিলিপ্স রেখা বলে। ফিলিপ্স রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে বেকারত্বের হারের সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির হার ও মুদ্রাস্ফীতি হারের সম্পর্ক প্রকাশ পায়।

মূল ফিলিপ্স রেখাকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা যায়। ১০.১ নং চিত্রে একটি কাল্পনিক PhillipsCurve (PC) অঙ্কন করা হয়েছে। চিত্রের লক্ষণীয় যে মজুরির পরিবর্তনের হারের সঙ্গে বেকারত্বের হারের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান এবং ফিলিপ্স রেখা ডান দিকে নিম্নগামী। তবে খুব বেশি বেকারত্বের পরিবর্তনের হারে Phillips Curve (PC)রেখা খাড়া নয়, বিস্তৃত (flatter) আবার কম বেকারত্বের হারের Phillips Curve (PC)রেখা বেশ খাড়া (steeper)। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে যখন বেকাত্বের হার খুব বেশি তখন সামান্য মজুরি বাড়ালে বেকারত্ব অনেক কমবে। আবার বেকারত্বের হার যখন খুব কম তখন মজুরি পরিবর্তনের হার খুব বেশি হবে তথা মজুরি তখন বেশি হারে বাড়াতে হবে। এরপরও বেকারত্ব কম কমবে। এখানে মজুরি ও মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কিত হয়। অর্থাৎ উচ্চ বেকারত্বে মজুরি পরিবর্তনের হার কম বলে মুদ্রাস্ফীতির হারও কম থাকে, নিম্ন বেকারত্বে মজুরি বেশি বাড়াতে হয়, ফলে মূল্য স্তরও বেড়ে যায়। তাই ফিলিপ্স রেখায় মজুরি মুদ্রাস্ফীতির হার ও বেকারত্বের হারের মধ্যে পছন্দনীয়তার (Trade off) সুযোগ আছে। এখানে নীতি প্রণেতাদের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

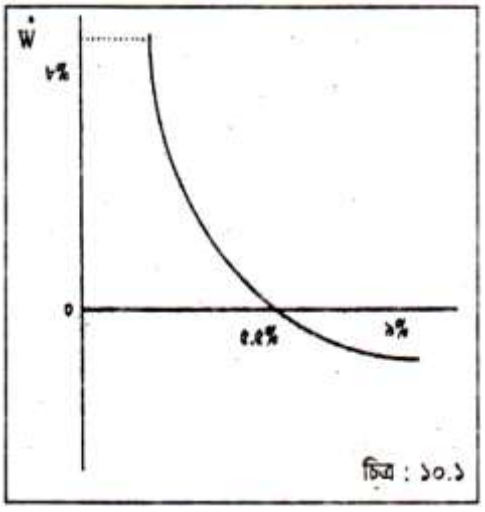

চিত্র : ১০.১

উচ্চ বেকারত্বে মজুরি পরিবর্তনের হার কম বলে মুদ্রাস্ফীতির হারও কম থাকে, নিম্ন বেকারত্বে মজুরি বেশি বাড়াতে হয়, ফলে মূল্য স্তরও বেড়ে যায়। তাই ফিলিপ্স রেখায় মজুরি মুদ্রাস্ফীতির হার ও বেকারত্বের হারের মধ্যে পছন্দনীয়তার (Trade off) সুযোগ আছে। এখানে নীতি প্রণেতাদের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ট্রেড অফ কথাটির সহজ পরিভাষা করলে পছন্দনীয়তা বোঝায়। ফিলিপ্স রেখা মূলত একটি Trade off line প্রতিটি বিন্দুতে সমাজ পছন্দ করবে মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি গ্রহণ করবে না বেকারত্বের হার বেশি

মজুরির হারের সঙ্গে বেকারত্বের হারের বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে, আবার মজুরির বৃদ্ধির হারের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হারের ধনাত্বক সম্পর্ক রয়েছে।

গ্রহণ করবে। মজুরির হারের সঙ্গে বেকারত্বের হারের বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে, আবার মজুরির বৃদ্ধির হারের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হারের ধনাত্বক সম্পর্ক রয়েছে। তাই মজুরির বৃদ্ধির হারের পরিবর্তনের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হারের ধনাত্মক সম্পর্ক এবং বেকারত্বের বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। মজুরি নীতি দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের হার প্রভাবিত হয়। এজন্য সমাজকে পছন্দ করতে হবে, তারা কি মুদ্রাস্ফীতি বেশি চায় নাকি বেকরত্ব বেশি চায়। এ পছন্দনীয়তাই হলো Trade off। চিত্রে ভূমি অক্ষে বেকারত্বের হার ও লম্ব অক্ষে মজুরি বৃদ্ধির হার বিবেচ্য।

মুদ্রাস্ফীতি, মজুরি এবং বেকারত্বের মধ্যে Trade off ব্যাখ্যায় ফিলিপ্স রেখা ব্যবহৃত হয়। কোনো অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার ২ ভাগ হলে এবং মজুরি বৃদ্ধির হার যদি ২ ভাগ হয় তাহলে ঐ অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির হার হবে শূন্য। এ অবস্থায় ১০.২ চিত্রের D বিন্দুতে Trade off নির্ধারিত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির হার শূন্য হলে বেকারত্বের হার হবে ৮%। এ অবস্থায় মজুরি বৃদ্ধির হার হলো ২%। এরপর মজুরি বৃদ্ধির হার ৪% হলে মুদ্রাস্ফীতির হার হবে ২%। এ অবস্থায় বেকারত্ব কমে ৪.৫% এ নেমে আসবে। এবং চিত্রে C বিন্দুতে Trade off নির্ধারিত হয়েছে। এরপর মজুরি বৃদ্ধির হার ৬%, মুদ্রাস্ফীতির হার ৪% হলে বেকরত্বের হার হবে ৩% যেখানে Trade off বিন্দু B। মজুরি যদি ৮% হারে বৃদ্ধি পায় তখন মুদ্রাস্ফীতির হার ৬%। এ অবস্থায় বেকারত্বের হার হবে ২.৫%, যেখানে Trade off বিন্দু হলো A।

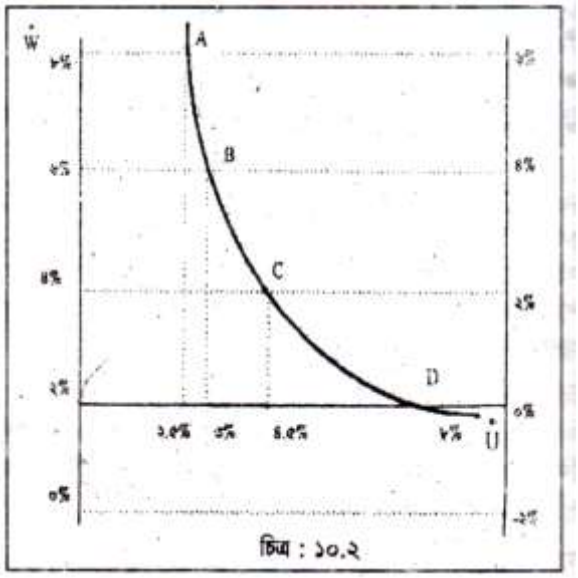

চিত্র : ১০.২

মজুরির হারের পরিবর্তন হলে ফিলিপ্স রেখা এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়। এতে ফিলিপ্স রেখা বরাবর সঞ্চালন ঘটে। মজুরির হারের সঙ্গে বেকারত্বের হারের বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে, আবার মজুরির বৃদ্ধির হারের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হারের ধনাত্বক সম্পর্ক রয়েছে।

ফিলিপ্স রেখার বরাবর সঞ্চালন ও স্থানান্তর

ক. ফিলিপ্স রেখার বরাবর সঞ্চালন

ফিলিপ্স রেখার বরাবর সঞ্চালন বলতে ফিলিপ্স রেখার একবিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তরকে বোঝায়। অর্থাৎ মজুরির হারের পরিবর্তন হলে ফিলিপ্স রেখা এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়। এতে ফিলিপ্স রেখা বরাবর সঞ্চালন ঘটে।

অনুরূপভাবে মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিপরীত যাত্রা সৃষ্টি হবে।

১। মুদ্রা অচলীকরণ : সরকার বিশেষ ধরনের মুদ্রা অচলীকরণ করে মুদ্রার যোগান হ্রাস করতে পার।

২। একাউন্ট সিজ করণ : সরকার বিশেষ শ্রেণীর ব্যাংকের একাউন্ট

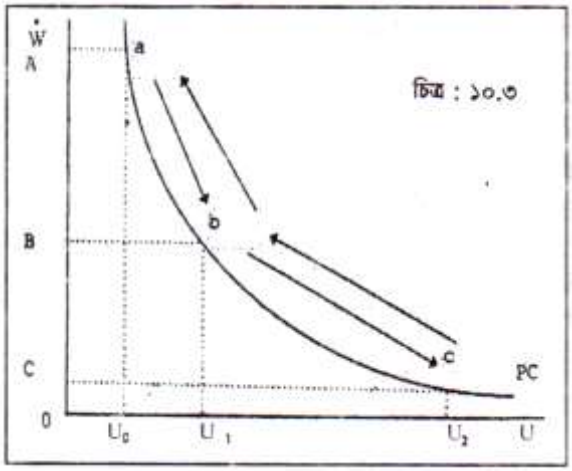

চিত্র : ১০.৩

সিজ করে অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১০.৩ চিত্রে লক্ষণীয় যে মজুরি বৃদ্ধির হার A থেকে B তে কমার ফলে বেকারত্বের হার অল্পই বেড়েছে। এরপরB থেকে মজুরি বৃদ্ধির হার C হলে বেকারত্বের হার বেড়ে যায় U_1 থেকেU_2। যা অনেক বেশি, এতে ফিলিপ্স রেখার B থেকে C বিন্দুতে সঞ্চালন ঘটে। এটিই ফিলিপ্স রেখার বরাবর সঞ্চালন।

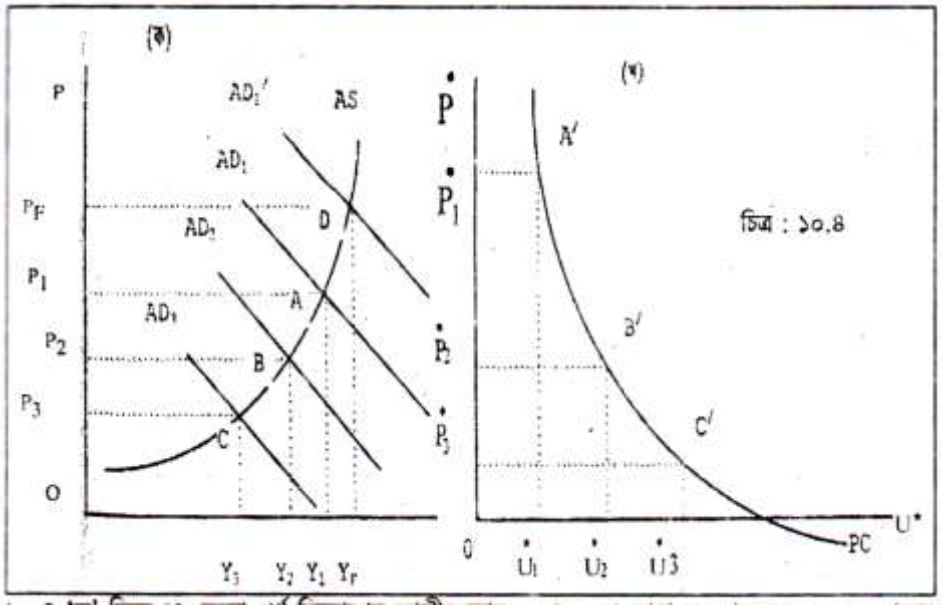

চিত্র : ১০.৪

১০.৪ 'ক' চিত্রে Y_F হলো পূর্ণ নিয়োগের জাতীয় আয়। AD=$_1$ASদ্বারা P_1 দামস্তর এবং Y_1 প্রকৃত G.N.P নির্ধারিত হয় যেখানে পূর্ণ নিয়োগের আয়ের চেয়ে জাতীয় আয় কম। এরপর সরকারি ব্যয় হ্রাস, কর বৃদ্ধি বা অর্থের যোগান হ্রাস পেলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়ে AD_2 হবে; P_2 দাম স্তরে Y_2 জাতীয় আয় নির্ধারিত হবে। এ অবস্থায় জাতীয় আয় যেমন কমেছে, বেকারত্বের হার তেমনি বেড়েছে। এরপর যদি সামগ্রিক চাহিদা কমে AD_3 হয় তাহলে দামস্তর হবে P_3 এবং জাতীয় আয় কমে হবে Y_3 পরিমাণ। জাতীয় আয় কমার কারণে বেকারত্ব বেড়ে U_3 হবে। সামগ্রিক চাহিদা AD থেকে যদি AD_1 হতো তাহলে মুদ্রাস্ফীতি হতো P_F পর্যায়ে। এ অবস্থায় অর্থনীতি Fullemployment বা পূর্ণ নিয়োগে পৌঁছত এবং কোনো বেকারত্ব থাকত না। 'খ' চিত্রে P_1 মুদ্রাস্ফীতি হারে বেকারত্বের হার হলো U_1 যা A' বিন্দুতে দেখানো হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির হার কমে P_2 হলে বেকারত্বের হার হবে U_2 পরিমাণ, যা C' বিন্দুতে দেখানো হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির হার কমে P_3 হলে বেকারত্বের হার হবে U_3 পরিমাণ, যা C' বিন্দুতে দেখানো হয়েছে। A', B'ওC' বিন্দুগুলো যোগ করে আমরা ফিলিপ্স রেখা পেয়ে থাকি। এখানে লক্ষণীয় AS স্থির অবস্থায় AD বাড়লে বেকারত্ব কমে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে এবং ফিলিপ্স রেখা বরাবর সঞ্চালন ঘটে।

AS স্থির অবস্থায় AD বাড়লে বেকারত্ব কমে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে এবং ফিলিপ্স রেখা বরাবর সঞ্চালন ঘটে।

খ. ফিলিপ্স রেখা স্থানান্তর

১। $\overset{*}{W} = f(U) + \alpha\overset{*}{P}$ ..... ফিলিপ্স রেখার সমীকরণ

$\overset{*}{W}$ =মজুরি বৃদ্ধির হার,

U= বেকারত্বের হার

$\overset{*}{P}$ = দামস্তর পরিবর্তনের হার।

α= দামস্তর সহগ। ক্লাসিক্যালদের মতে α=১ এবং চরম কেইন্‌সীয়দের মতে α=0 তাই স্বাভাবিক অবস্থায় $0<\alpha<১$ হবে। এবার $\overset{*}{W}=f(U)+\alpha\overset{*}{P}$ হলো প্রাথমিক ফিলিপ্‌স রেখা। এরপর দামস্তর বেড়ে $\overset{*}{P}_1$ হলে $0<\alpha<১$ হবে। তবে ফিলিপ্‌স রেখা ওপরে স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ $\overset{*}{P}1$ দামস্তরে ফিলিপ্‌স রেখা $\overset{*}{W}=f(U)+\alpha\overset{*}{P}1$ হবে।

২। প্রত্যাশার পরিবর্তন

ফিলিপ্‌স রেখাকে বেকারত্বের হারের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হারের সম্পর্ক দ্বারা প্রকাশ করলে,

$\pi=\pi-\varepsilon(U-\bar{U})$

π=মুদ্রাস্ফীতির হার, π^*= প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার এবং $(U-\bar{U})$ হলো বেকারত্বের হার ও স্বাভাবিক বেকারত্বের হারের ব্যবধান, ε হলো ফিলিপ্‌স রেখার ঢাল।

৩। সামগ্রিক যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ও ফিলিপ্‌স রেখার স্থানান্তর

সামগ্রিক যোগান বাড়লে একই বেকারত্বে দামস্তর কমে, ফলে ফিলিপ্‌স রেখা নিচে স্থানান্তরিত হয়।

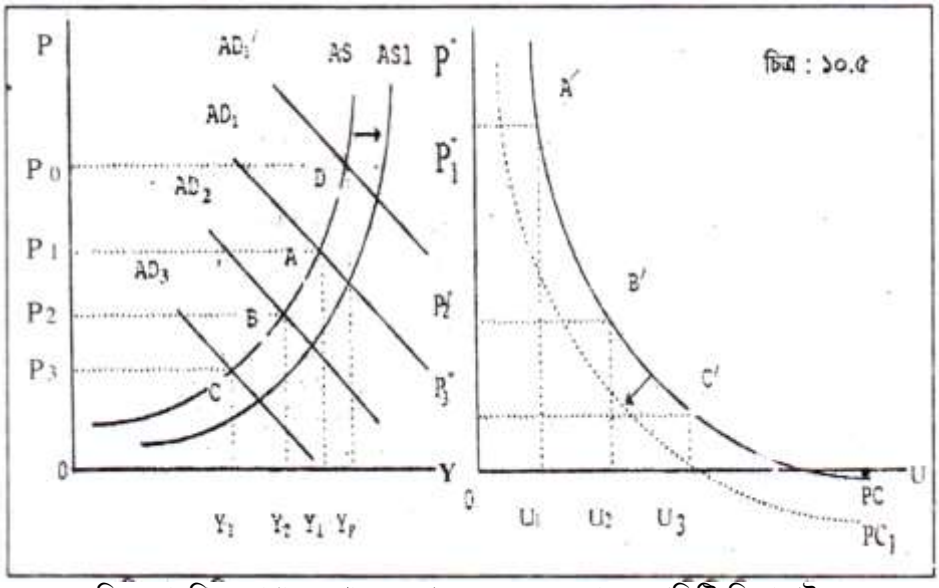

১০.৫ নং চিত্রে সামগ্রিক যোগান রেখা AS থেকে AS_1 হলে দামস্তর প্রতিটি নিয়োগেই কমবে। ফলে PC রেখা নিচে স্থানান্তরিত হয়ে PC_1 হয়।

ফিলিপ্‌স রেখার আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

আমরা জানি ফিলিপ্‌স রেখা হলো মজুরি ও মূল্যের পরিবর্তনের হারের সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্বের হারের Trade off রেখা। যেখানে দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বেকারত্ব বাড়লে মজুরি বৃদ্ধির হার কমবে। তাই মজুরি বৃদ্ধির হার এবং বেকারত্বের হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

১. ফিলিপ্স রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী : ফিলিপ্স রেখার সমীকরণ $\dot{W}^* = g(u)$ এর ক্ষেত্রে $d\dot{W}^*/du < 0$ তথা ফিলিপ্স রেখা ডানদিকে নিম্নগামী। এর কারণ অতিরিক্ত শ্রমের যোগান বাড়লে মজুরি কমবে। অর্থাৎ বেকারত্ব বাড়লে মজুরি বৃদ্ধির হার কমবে। তাই মজুরি বৃদ্ধির হার এবং বেকারত্বের হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। এজন্য ফিলিপ্স রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হবে। ১০.৬ নং চিত্রে ডানদিকে নিম্নগামী ফিলিপ্স রেখা দেখানো হয়েছে। চিত্রের ফিলিপ্স রেখার ঢাল তথা ফিলিপ্স রেখার উপর অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল ঋণাত্মক।

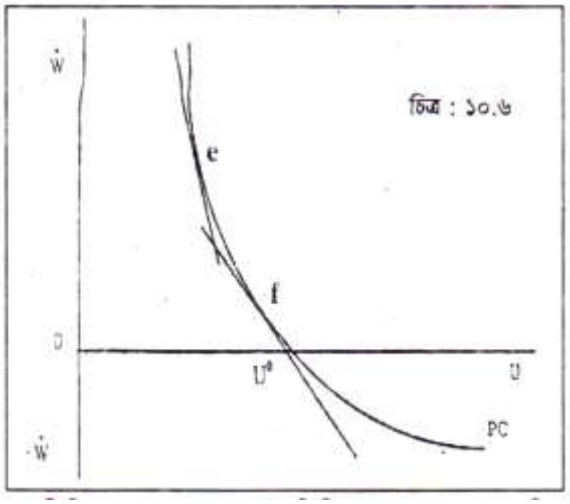

চিত্র : ১০.৬

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা (ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারি নীতি) কারণে মজুরি বৃদ্ধির হার নির্দিষ্টস্তরের নিচে নামতে পারে না। মজুরির হারের পরিবর্তনে সময়ের প্রয়োজন।

২. ফিলিপ্স রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল : ফিলিপ্স রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হবে। এর কারণ হলো স্থির হারে বেকারত্ব কমলে মজুরি বর্ধমান হারে বাড়ে। ফলে ফিলিপ্স রেখা অবশ্যই উত্তল হবে। যখন মজুরি বৃদ্ধির হার ($\dot{W}^*$) অসীমের দিকে যাওয়া শুরু করে তখন বেকারত্বের হার শূন্য হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় ঋণাত্মক(-) বেকারত্বের হার কখনই দেখা যায় না। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা (ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারি নীতি) কারণে মজুরি বৃদ্ধির হার নির্দিষ্ট স্তরের নিচে নামতে পারে না। মজুরির হারের পরিবর্তনে সময়ের প্রয়োজন। তাই বেকারত্ব দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলে মজুরি বৃদ্ধির হার অসীম হতে পারে না। তাই ১০০% বেকারত্ব অবস্থায় সর্বনিম্ন মজুরির হার দেখানো হয়। এজন্য ফিলিপ্স রেখা ডানদিকে নিম্নগামী থেকে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। সহজভাবে বলা যায় বেকারত্ব স্থির হারে কমলে মজুরি বর্ধমান হারে বাড়ে তাই এ অবস্থায় ফিলিপ্স রেখা অধিকতর বা খাড়া হয়। ১০.৭ চিত্রের e বিন্দুতে ফিলিপ্স রেখার ঢালের চেয়ে f বিন্দুতে ফিলিপ্স রেখার ঢাল কম এবং দুই বিন্দুর ঢালের পরিবর্তনের হার ধনাত্মক, ফলে ফিলিপ্স রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল।

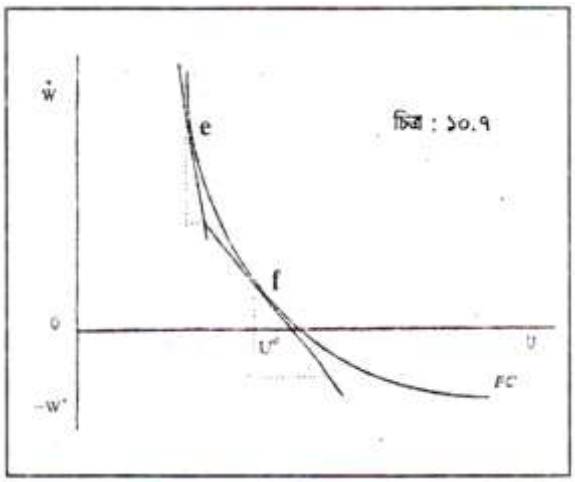

চিত্র : ১০.৭

৩. ফিলিপ্স রেখার ধারণগত বৈশিষ্ট্য : ফিলিপ্স রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে বেকারত্বের হারের সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির হারের Trade off ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে এটি মুদ্রাস্ফীতির হারের সঙ্গে বেকারত্বের হারের Trade off ব্যাখ্যা করে। আবার ফিলিপ্স রেখার বিভিন্ন বিন্দু বেকারত্বের হারের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি ও মজুরির হারের মধ্যে Trade off ব্যাখ্যা করে। যেখানে মজুরির হারের সঙ্গে বেকারত্বের হারের বিপরীত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মজুরি বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস পায়। তাই মজুরির হারের সঙ্গে

বেকারত্বের হারের বিপরীত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারসংক্ষেপ

ফিলিপ্স রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে বেকারত্বের হারের সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির হার ও মুদ্রাস্ফীতি হারের সম্পর্ক প্রকাশ পায়। মজুরির হারের পরিবর্তন হলে ফিলিপ্স রেখা এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়। সামগ্রিক যোগান স্থির অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে বেকারত্ব কমে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে এবং ফিলিপ্স রেখা বরাবর সঞ্চালন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন

১. যখন বেকারত্বের হার খুব বেশি তখন সামান্য মজুরি বাড়ালে বেকারত্ব অনেক বাড়বে। সত্য/মিথ্যা

২. অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার ৪ ভাগ হলে এবং মজুরি বৃদ্ধির হার যদি ৪ ভাগ হয় তাহলে ঐ অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির হার হবে ৮ ভাগ। সত্য/মিথ্যা

৩. AS স্থির অবস্থায় AD বাড়লে বেকারত্ব কমে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে এবং ফিলিপ্স রেখা বরাবর সঞ্চালন ঘটে। সত্য/মিথ্যা

৪. মজুরি বৃদ্ধির হার এবং বেকারত্বের হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফিলিপ্স রেখা কি?

২. ফিলিপ্স রেখা কেন বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফিলিপ্স রেখা কি? ফিলিপ্স রেখা বরাবর সঞ্চালন ও স্থানান্তর ব্যাখ্যা করুন।

২. ফিলিপ্স রেখার সংজ্ঞাসহ এর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. মিথ্যা ২. মিথ্যা ৩. সত্য ৪. সত্য

পাঠ-৩

মূল্য ও মজুরির বন্ধন

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- স্বাভাবিক বেকারত্বের হার
- মুদ্রাস্ফীতির ত্বরিত বৃদ্ধি তত্ত্ব ও ফিলিপ্স রেখার স্থানান্তর

ফ্রিডম্যান-ফেলপ্স ফিলিপ্স রেখার সমালোচনা করেন। তাদের মতে, ফিলিপ্স রেখা একটি স্বল্পকালীন বিষয় তবে এটি স্থিতিশীল নয়। এটি প্রত্যাশিত। যা মুদ্রাস্ফীতির হার পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মিল্টন ফ্রিডমান ১৯৫৮ সালে এবং ফেলপ্স ১৯৭৩ সালে দুটি পৃথক পৃথক নিবন্ধে ফিলিপ্স রেখা সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। ফিলিপ্স রেখার মূল অনুমিতি প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার স্থির থাকবে। এ দু'জন অর্থনীতিবিদই এই অনুমিতির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ তাদের মতে জনগণের প্রত্যাশা পরিবর্তন হবে। ফলে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হারের ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

$\pi=\pi^* - \varepsilon(U-\bar{U})$

π=প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার, π= প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বা ফিলিপ্স রেখার ছেদক।

U= বেকারত্বের হার। U=স্বাভাবিক বেকারত্বের হার। ε=ফিলিপ্স রেখার ঢাল। $\pi=\pi^*$ হলে U(বেকারত্বের হার) এর বাড়া-কমা π-এর মান প্রভাবিত করবে। তথা ফিলিপ্স রেখা বরাবর নড়াচড়া হবে, আবার $\pi^*>\pi$ হলে ফিলিপ্স রেখা উপরে স্থানান্তরিত হবে। $\pi^*<\pi$ হলে ফিলিপ্স রেখা নিচে স্থানান্তরিত হবে।

ফ্রিডম্যান-ফেলপ্স মনে করেন, বিগত কয়েক বছর যাবৎ যদি মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়তে থাকে তাহলে জনগণের প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি হবে। এ অবস্থায় স্বাভাবিক বেকারত্বের হারে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে তথা $\pi^*>\pi$ হবে।

ফ্রিডম্যান-ফেলপ্স মনে করেন, বিগত কয়েক বছর যাবৎ যদি মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়তে থাকে তাহলে জনগণের প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি হবে। এ অবস্থায় স্বাভাবিক বেকারত্বের হারে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে তথা $\pi^*>\pi$ হবে। ফলে ফিলিপ্স রেখা উপরে স্থানান্তরিত হবে। তাদের মতে-

১. ফিলিপ্স রেখায় মজুরি-মূল্য ও বেকারত্বের মধ্যে যে ট্রেড-অফ দেখান হয় তা হবে স্বল্পকালীন (স্বল্পকাল অনেক সময় নিয়ে হতে পারে)। আমরা জানি কোনো সময় মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হলে দাম বাড়ার কারণে মুনাফা বাড়ে মুনাফা বাড়লে নিয়োগ বাড়ে, নিয়োগ বাড়লে বেকারত্ব কমে। তাই মুদ্রাস্ফীতির ফলে জাতীয় আয় বাড়ে এবং নিয়োগ বাড়ে।

১০.৮ নং (ক) চিত্রে লম্ব অক্ষে মুদ্রাস্ফীতির হার এবং ভূমি অক্ষে সামগ্রিক যোগান বিবেচ্য। মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়তে থাকলে সামগ্রিক যোগান বাড়তে থাকে। (খ) চিত্রে মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে বেকারত্বের হারের বিপরীত সম্পর্ক ফিলিপ্স রেখায় প্রকাশ পায়।

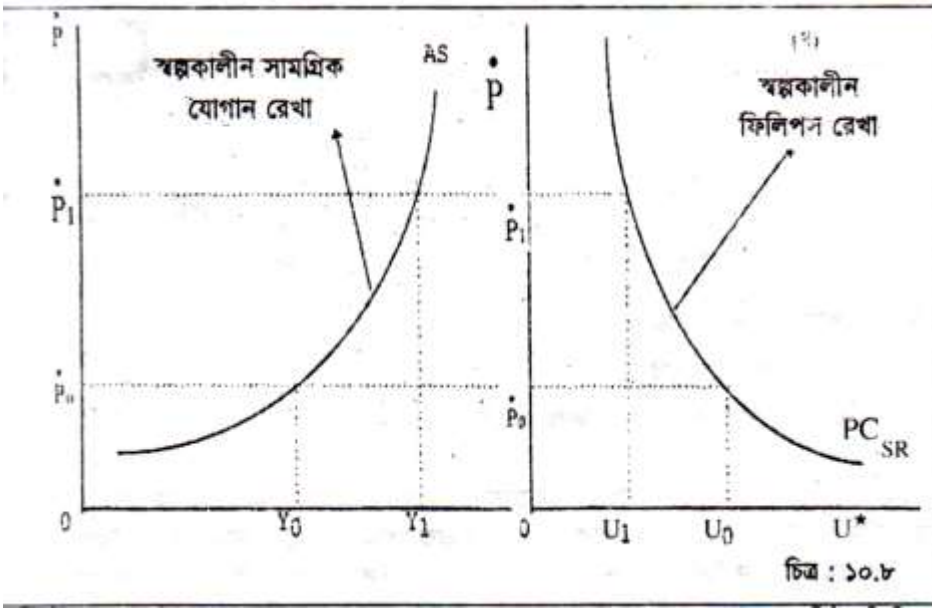

চিত্র : ১০.৮

দীর্ঘকালে একটি স্বাভাবিক বেকারত্বে ভারসাম্য তথা পূর্ণ নিয়োগ স্বীকার করা হয়। এই পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হলেও সামগ্রিক যোগান স্থির থাকে। ফলে সামগ্রিক যোগান রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়।

২. দীর্ঘকালে সামগ্রিক যোগান রেখা হবে লম্ব অক্ষের সমান্তরাল। তাদের মতে, সম্পর্কিত ফিলিপ্স রেখা হবে উল্লম্ব প্রকৃতির। এর অর্থ দীর্ঘকালে বেকারত্ব মুদ্রাস্ফীতি থেকে স্বাধীন হবে। 'ক' চিত্রে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামগ্রিক যোগানের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। দীর্ঘকালে একটি স্বাভাবিক বেকারত্বে ভারসাম্য তথা পূর্ণ নিয়োগ স্বীকার করা হয়। এই পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হলেও সামগ্রিক যোগান স্থির থাকে। ফলে সামগ্রিক যোগান রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়।

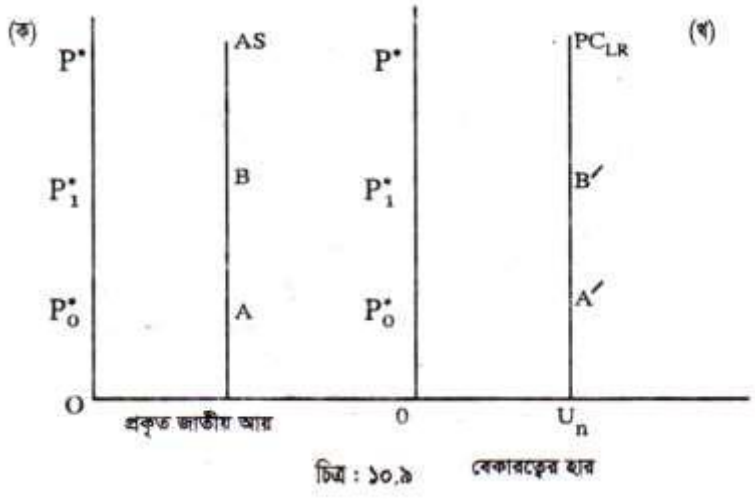

চিত্র : ১০.৯

১০.৯ 'ক' চিত্রে লম্ব অক্ষে মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূমি অক্ষে প্রকৃত জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়েছে। 'খ' চিত্রে স্বাভাবিক বেকারত্বের হারে অর্থনীতি মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে অস্থিতিস্থাপক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে।

৩. মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশা স্বল্পকালীন যোগান রেখাকে স্থানান্তর করবে। যা আবার ফিলিপ্স রেখাকে স্থানান্তর করবে। এ তত্ত্বটি এটি প্রকাশ করে যে, Stagflation অর্থনীতির সূত্রগুলোকে ব্যতয় ঘটায় না। যদি প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়ে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বাড়বে।

স্বাভাবিক বেকারত্বের হার (The Natural-Rate-Hypothesis):

স্বাভাবিক বেকারত্ব বলতে অবিরত যেসব পদ শূন্য হয় এবং পূরণ হয় তাকে বোঝায়। ফ্রিডম্যান-ফেলপ্স-এর মতে, সেই বেকারত্বকে স্বাভাবিক বেকারত্ব বোঝায় যে বেকারত্বে প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার পরস্পর সমান হয়।

যে কোনো অর্থনীতিতে দীর্ঘকালে চাকরি পরিবর্তন, চাকরিচ্যুতি, পুনঃ চাকরিপ্রাপ্তি, লে-অফ ইত্যাদি চলতে থাকে। শ্রমিক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মালিকগণ এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সামগ্রিকভাবে এই সিদ্ধান্তসমূহ জাতীয় বেকারত্বকে সময়ে সময়ে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিক বেকারত্ব বলতে অবিরত যেসব পদ শূন্য হয় এবং পূরণ হয় তাকে বোঝায়। ফ্রিডম্যান-ফেলপ্স-এর মতে, সেই বেকারত্বকে স্বাভাবিক বেকারত্ব বোঝায় যে বেকারত্বে প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার পরস্পর সমান হয়। অন্যভাবে বলা হয়, স্বাভাবিক বেকারত্ব মুদ্রাস্ফীতির হার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এ তত্ত্বের মূল কথা হল যুক্তিশীল ব্যক্তি কোনো সময়ই অর্থের মায়ায় (Money illusion) প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ কোনো অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত তথ্য জানা থাকলে মূল্য, মজুরি ও আয় ১০% বাড়লে জনগণের নিয়োগ ও বেকারত্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হবে না। যদি অর্থনীতিতে ৫% স্বাভাবিক বেকারত্ব থাকে যেখানে প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি যদি ৮% হয় তাহলে জনগণ মনে করবে তাদের প্রকৃত চলকের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই বেকারত্বের হারের পরিবর্তন হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। মূল্য ও মজুরি বৃদ্ধিকে তারা আর্থিক বিষয় হিসেবেই দেখবে। তবে প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হারের ব্যবধান হলে Money illusionদেখা দেবে। যখন প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বেশি হবে তখন স্বাভাবিক বেকারত্বের চেয়ে বেকারত্ব কমবে। আবার প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কম হলে বেকারত্ব বাড়বে।

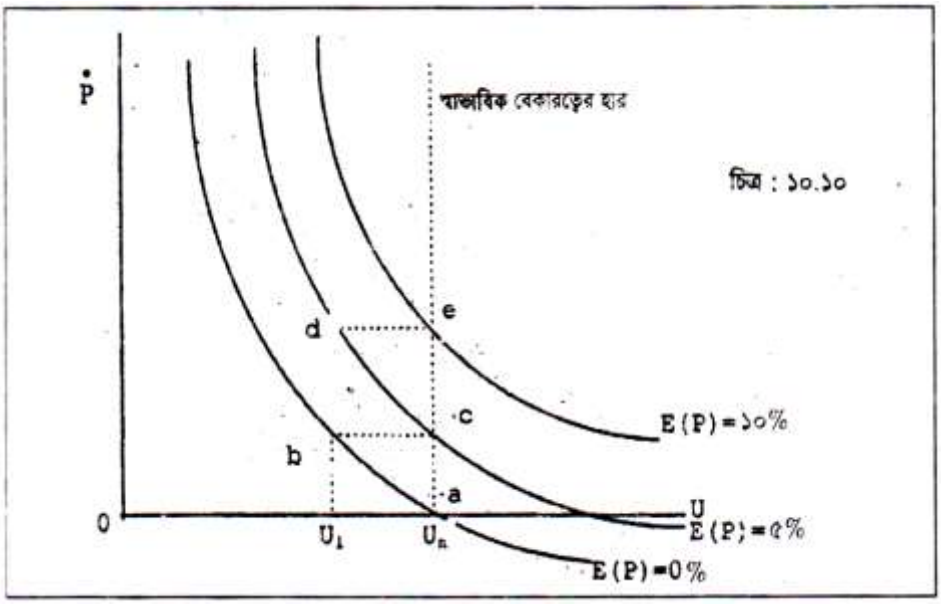

১০.১০ চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো যায়। চিত্রে লম্ব অক্ষে মুদ্রাস্ফীতির হার (P^*) এবং ভূমি অক্ষে বেকারত্বের হার (U^*) বিবেচ্য। E(P)=0হল প্রাথমিক ফিলিপ্স রেখা, ০% মুদ্রাস্ফীতির হারে স্বাভাবিক বেকারত্ব U_n, যেখানে প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার সমান (যা শূন্যের সমান)। এবার নীতি প্রণেতাগণ যদি মনে করেন স্বাভাবিক বেকারত্বের হার অনেক বেশি আছে, তাহলে নীতি প্রণেতাদের ব্যয় বাড়বে। যা ফার্মের চাহিদা বাড়াবে, দাম বাড়াবে, নিয়োগ বাড়বে, U_n থেকে বেকারত্ব U_1-এ নেমে আসবে, যা অর্থনীতিকে a থেকে bতে স্থানান্তরিত করবে। বেকারত্বের হারকে পরিবর্তন করবে তথা বেকারত্বের হার কমবে। এ অবস্থায় ৫% মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হলে শ্রমিক শ্রেণী অতীতে সৃষ্ট ৫% মুদ্রাস্ফীতি পূরণের জন্য চাপ দেবে এবং মজুরি স্তর ৫% বাড়বে। যদি নিয়োগকারীরা এ ধরনের দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে Frictional Unemploymentকমে যাবে। শ্রমিকরা তখন কাজের সুযোগ খুঁজবে। এ অবস্থায় Phillips E(P)=৫%-এ স্থানান্তরিত হবে। মজুরি ৫% বাড়লে বা শ্রমিকগণ কাজের

সুযোগ খুজলেই এর ফিলিপ্স রেখার উপর স্থানান্তরিত হবে। এর ফলে যদি আবার নীতি প্রণেতারা মনে করে বেকারত্ব কমা প্রয়োজন তাহলে পুর্বের মত প্রক্রিয়ায় শুরু হবে E(P)+৫%Phillipsরেখার c থেকে d বিন্দুতে স্থানান্তরিত হবে এবং সবচেয়ে d থেকে e বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়ে E(P)=১০% রেখায় রূপান্তরিত হবে।

মুদ্রাস্ফীতির ত্বরিত বৃদ্ধি তত্ত্ব ও ফিলিপ্স রেখার স্থানান্তর

স্বাভাবিক বেকারত্বের চেয়ে নিম্নস্তরের বেকারত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ঘটে তা এতে ব্যাখ্যা করা হয়। ধরা যাক বেকারত্বের স্বাভাবিক হার হল ৫%। এটি ৪% বজায় রাখতে হলে মুদ্রাস্ফীতি ত্বরিত বৃদ্ধি করবে। এটাই মুদ্রাস্ফীতির ত্বরিত বৃদ্ধি তত্ত্বের মূল কথা। ধরা যাক প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার ৫% আর বেকারত্বের স্বাভাবিক হার ৫%। নীতি প্রণেতাগণ বেকারত্বের স্বাভাবিক হার ৪% নামিয়ে আনতে চায়। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দামস্তর ৫% বৃদ্ধি পায়। ফলে বেকারত্বের হার ৪%-এ নেমে আসে। ১০.১১ চিত্রের অর্থনীতি PC_2 রেখায় c থেকে bস্থানান্তরিত হয়।

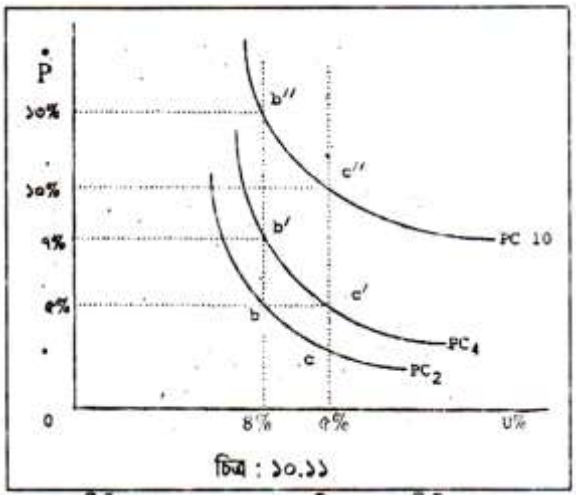

চিত্র : ১০.১১

৫% মুদ্রাস্ফীতির হারে জনগণের প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে। এটি যদি ২% থেকে বেড়ে ৪% হয় তাহলে Phillips রেখা PC_2 থেকে স্থানান্তরিত হয়ে PC_4 হবে। PC_4-এ ৪% বেকারত্ব বজায় রাখতে হলে ৭% মুদ্রাস্ফীতির হার প্রয়োজন পড়বে। b́ বিন্দুতে ৭% মুদ্রাস্ফীতির হারে ফিলিপ্স রেখা উপরে স্থানান্তরিত হবে এবং তা যদি PC_{10} হয় তাহলে ৪% বেকারত্ব বজায় রাখার জন্য ১৩% মুদ্রাস্ফীতির প্রয়োজন পড়বে। b'' বিন্দুতে ১৩% মুদ্রাস্ফীতি হলে আবার প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়তে থাকবে। এখানে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আর্থিক ও রাজস্ব কর্তৃপক্ষ যদি বেকারত্বের স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম বেকারত্ব বজায় রাখতে চায় তাহলে অবশ্যই প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি রাখতে হবে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলে তা ত্বরিত মুদ্রাস্ফীতি বলে বিবেচিত হবে। একই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয় স্বাভাবিক ফিলিপ্স রেখার অবিরত স্থানান্তরের মাধ্যমে।

আর্থিক ও রাজস্ব কর্তৃপক্ষ যদি বেকারত্বের স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম বেকারত্ব বজায় রাখতে চায় তাহলে অবশ্যই প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি রাখতে হবে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলে তা ত্বরিত মুদ্রাস্ফীতি বলে বিবেচিত হবে। একই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয় স্বাভাবিক ফিলিপ্স রেখার অবিরত স্থানান্তরের মাধ্যমে।

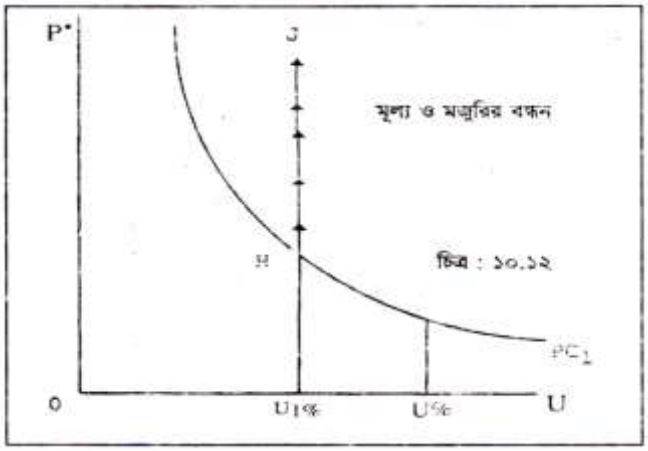

চিত্র : ১০.১২

১০.১২ নং চিত্রে সহজভাবে U%থেকে U%-এ নামিয়ে আসাকে মূল্য- মজুরির ধনাত্বক প্রক্রিয়ায় PC রেখার অবিরত উত্থান দেখানো হয়েছে। এ তত্ত্বটি মূল্য ও মজুরির বন্ধন (Wage-PriceSpiral) নামেও অর্থনীতিতে পরিচিত।

দীর্ঘকালীন ফিলিপ্স রেখা

আমরা জানি স্বল্পকালীন ফিলিপ্স রেখা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ করে। একই সাথে মজুরি বৃদ্ধির হার বেকারত্বের হারের মধ্যেও বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ করে। মুদ্রাস্ফীতির হার কম হলে বা মজুরি বৃদ্ধির হার কম হলে বেকারত্ব বেশি হবে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার বা মজুরি বৃদ্ধির হার বেশি হলে বেকারত্ব হবে কম, যা মূলত মূল ফিলিপ্স রেখার প্রতিপাদ্য বিষয়। ফ্রিডম্যান-ফেলপ্স এ ধারণার সাথে গতিশীল বিষয় সম্পৃক্ত করেন। ফ্রিডম্যান ফেলপ্স-এর মতে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার এবং প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার যখন একই থাকে তখন স্থিতিশীল অবস্থা থাকে। এ অবস্থায় বেকারত্বের স্বাভাবিক হার বিদ্যমান থাকে। এরপর যদি প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে বেশি হয় এবং তা যদি কয়েক বছর যাবৎ অবিরত থাকে তাহলে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হারও বাড়বে। তখন স্বল্পকালীন ফিলিপ্স রেখাউপর স্থানান্তরিত হবে। এক অবস্থায় মজুরির হারও একই হারে বাড়বে যা প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হারকে আবার সমান করবে। ফলে দীর্ঘকালে আরো একটি স্থিতিশীল অবস্থা আসবে। এভাবে সময়ে সময়ে প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার সমান সাপেক্ষে যোগ করে দীর্ঘকালীন ফিলিপ্স রেখা পাওয়া যায়। অতএব দীর্ঘকালীন ফিলিপ্স রেখা হল এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে মজুরির হারের (মুদ্রাস্ফীতির হার) সাথে বেকারত্বের হারের সম্পর্ক প্রকাশ করে।

দীর্ঘকালীন ফিলিপ্স রেখা হল এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে মজুরির হারের (মুদ্রাস্ফীতির হার) সাথে বেকারত্বের হারের সম্পর্ক প্রকাশ করে।

দীর্ঘকালীন ফিলিপ্স রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল :

১। ফ্রিডম্যানের যুক্তি : ফ্রিডম্যান ও ফেল্পস-এর মতে জনগণের মধ্যে কোনো অর্থমায়া (Moneyillusion) থাকবে না। অর্থাৎ মজুরি, মূল্য ও আয় যদি একই হারে বাড়ে তাহলে শ্রমিক ও উৎপাদকের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে না। তাদের সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে, যা স্বল্পকালে উৎপাদন, নিয়োগ ও প্রকৃত মজুরিকে প্রভাবিত করবে। যা সত্যি অপ্রত্যাশিত। কিন্তু দীর্ঘকালে শ্রমিকরা বুঝতে পারবে এবং শ্রমিকরা বর্ধিত মূল্যস্তরের সমান মজুরি বৃদ্ধির চাপ দেবে এবং সফল হবে। ফলে প্রকৃত মজুরি দীর্ঘকালে স্থির থাকবে। আর যদি মালিকগণ মজুরি বৃদ্ধি নাও করে তাহলে শ্রমিকরা ভালো কাজের জন্য ছোটাছুটি আরম্ভ করবে, ফলে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট বর্ধিত নিয়োগ আর বজায় রাখা যাবে না। অর্থনীতি বেকারত্বের স্বাভাবিক হারে পদার্পণ করবে। অর্থাৎ দীর্ঘকালে বেকারত্বের

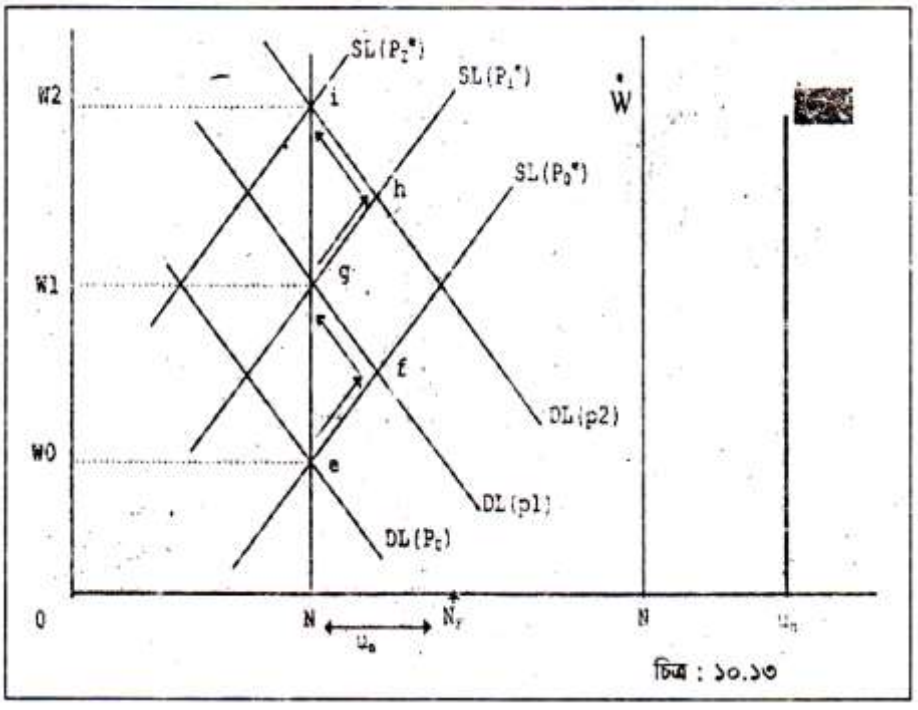

ইউ

স্বাভাবিক হার বজায় থাকবে। আমরা জানি, শ্রমের চাহিদা প্রকৃত মজুরি ও অপেক্ষক এবং শ্রমের যোগান কেইন্‌সীয় মতে আর্থিক মজুরির অপেক্ষক। অর্থাৎ

$D_L=f(W/P_0)$

বা, $D_L(P_0)=f(W)$ $f'(W/P_0)<0$

$S_L=f(W)$

ফ্রিডম্যানের মতে, শ্রমের যোগান দীর্ঘকালে প্রকৃত মজুরির অপেক্ষক, স্বল্পকালে নয়। শ্রমের যোগান আর্থিক মজুরি ও প্রত্যাশিত মজুরি স্তরের উপর নির্ভর করে।

$S_L=g(W/P^e_0)$, $g'(W/P^e_0)>0$

১০.১৩ নং চিত্রে এখানে P^e প্রত্যাশিত মূল্যস্তর। শ্রমবাজারের ভারসাম্য থেকে আমরা সহজেই উল্লম্ব প্রকৃতির ফিলিপ্‌স রেখা পেতে পারি। চিত্রে বেকারত্বের স্বাভাবিক হার N_F পরিমাণ। যেখানে $D_L(P_0)=S_L(P_0^e)$দ্বারা W_0 মজুরি নির্ধারিত হয়। এরপর সরকার বেকারত্ব কমানোর জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করলে বা সহজ আর্থিক নীতি গ্রহণ করলে দামস্তর বেড়ে যাবে। ফলে শ্রমের চাহিদা হবে $D_L(P_1)$। অর্থনীতি আন্তঃসাময়িকভাবে fবিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করবে। কিন্তু দীর্ঘকালে প্রত্যাশিত মূল্যস্তর বেড়ে যাবে এবং তা মুদ্রাস্ফীতির হারের সমান হবে; ফলে শ্রমের যোগান রেখা বামে সরে গিয়ে $D_L(P_0)=S_L(P_1^e)$হবে। যেখানে বর্ধিত নিয়োগ থাকবে না। পূর্বতন স্বাভাবিক হারে নেমে আসবে। এভাবে অর্থনীতি e→f→g→h→iপথ ধরে চলতে থাকবে। এখানেe→fবিন্দুতে গমন হল ফিলিপ্‌স রেখা বরাবর সঞ্চালন। অর্থাৎ মজুরি বাড়লে নিয়োগ বাড়ে বা বেকারত্ব কমে, যা স্বল্পকালীন বিষয়। eবিন্দুতে প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি পরস্পর সমান। এরপরg বিন্দু থেকে i বিন্দুতেও দীর্ঘকালে প্রত্যাশিত ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার সমান হবেই। যেখানে প্রতিটি স্তরেই স্বাভাবিক বেকারত্ব থাকবে। ফলে দীর্ঘকালে ফিলিপ্‌স রেখা অবশ্যই লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হবে।

১০.১৪ নং চিত্রে বিষয়টি দেখানো হল।

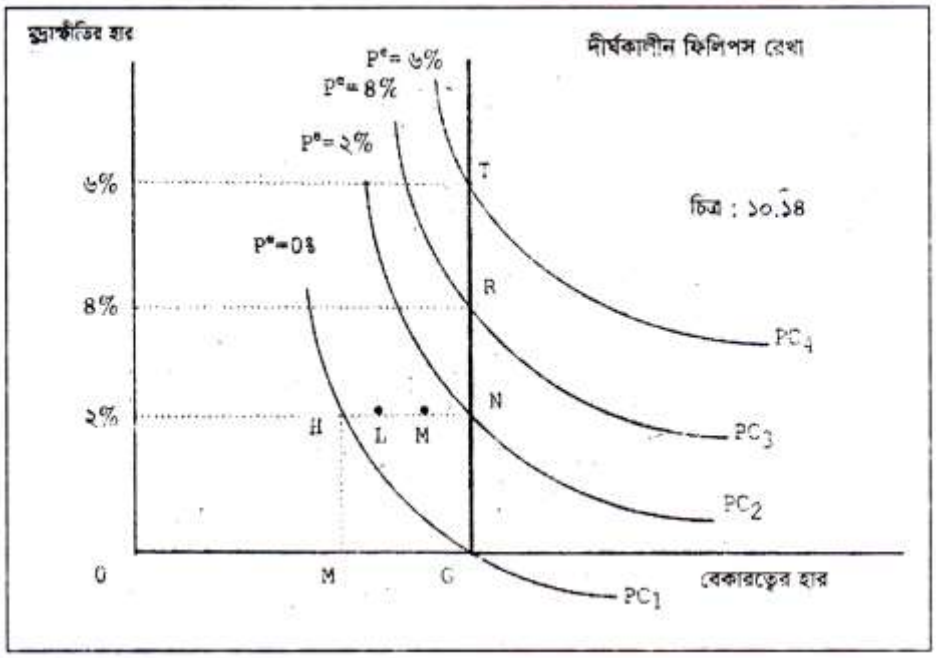

চিত্রে ০% মুদ্রাস্ফীতির হারে Gবিন্দুতে অর্থনীতি স্বাভাবিক হারে বেকারত্ব নিয়ে ভারসাম্য অর্জন করেছে। এরপর সরকার রাজস্বনীতি ও আর্থিক নীতি গ্রহণ করলে দামস্তর বাড়বে তথা প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি>প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি হবে। বেকারত্ব সাময়িকভাবে MG পরিমাণ কমবে। ফলে অর্থনীতি

Gথেকে H-এ স্থানান্তরিত হবে। ইতিমধ্যে শ্রমিকরা বুঝতে পারবে দামস্তর বেড়েছে। তাই মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দেবে। মজুরি বাড়লে প্রত্যাশিত দামস্তর বেড়ে যাবে; ফলে ফিলিপ্স রেখা PC_1 থেকে PC_2তে স্থানান্তরিত হবে প্রত্যাশিত (P^e=2%)ও প্রকৃত (P=2%)অবস্থায় N বিন্দুতে অর্থনীতি দীর্ঘকালে অবস্থান করবে। যেখানে স্বাভাবিক হারে বেকারত্ব থাকবে। নিয়োগকারীগণ মজুরি না বাড়ালেও শ্রমিকরা ভালো কাজের জন্য ছোটাছুটি করবে। ফলে স্বাভাবিক হারে বেকারত্ব সৃষ্টি হবে। অর্থনীতি N বিন্দুতে স্থানান্তরিত হবে। এরপর আবার সরকার সম্প্রসারণমুখী নীতি অবলম্বন করলে অর্থনীতি সর্বশেষ ফল হিসেবে ৪% মুদ্রাস্ফীতিতেPC_3ফিলিপ্স রেখা সৃষ্টি হবে। যা R বিন্দুতে দীর্ঘকালে ভারসাম্য অর্জিত হবে। অনুরূপভাবে PC_4-এর T বিন্দু দীর্ঘকালে কাম্য হবে। এই G, N, RওTবিন্দুগুলো যোগ করলে দীর্ঘকালীন ফিলিপ্স রেখা পাওয়া যায় যা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল। যেখানে মুদ্রাস্ফীতি, মজুরির হার ও বেকারত্বের হারের মধ্যে দীর্ঘকালে কোনো Trade offথাকে না।

সারসংক্ষেপ

ফ্রিডম্যান ফেলপ্স মনে করেন, বিগত কয়েক বছর যাবৎ যদি মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়তে থাকে তাহলে জনগণের প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি হবে। এ অবস্থায় স্বাভাবিক বেকারত্বের হারে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে। দীর্ঘকালে একটি স্বাভাবিক বেকারত্বে ভারসাম্য তথা পূর্ণ নিয়োগ স্বীকার করা হয়। এই পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হলেও সামগ্রিক যোগান স্থির থাকে। দীর্ঘকালীন ফিলিপ্স রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে মজুরির হারের সাথে বেকারত্বের হারের সম্পর্ক প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. ফ্রিডম্যান ফেলপ্স-এর মতে ফিলিপ্স রেখা মুদ্রাস্ফীতির হার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সত্য/মিথ্যা

২. ফ্রিডম্যান- ফেলপ্স তত্ত্ব দেখায় যে, যদি প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়ে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বাড়বে। সত্য/মিথ্যা

৩. প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কম হলে বেকারত্ব কমবে। সত্য/মিথ্যা

৪. দীর্ঘকালীন ফিলিপ্স রেখার প্রতিটি বিন্দু মজুরির হারের সঙ্গে বেকারত্বের হারের সম্পর্ক প্রকাশ করে। সত্য/মিথ্যা

৫. দীর্ঘকালে বেকারত্বের স্বাভাবিক হার বজায় থাকবে। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফ্রিডম্যান- ফেলপ্স তত্ত্বের মূল বিষয় কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্বাভাবিক বেকারত্বের হার ব্যাখ্যা করুন।

২. মুদ্রাস্ফীতির ত্বরিত বৃদ্ধি তত্ত্ব ও ফিলিপ্স রেখার স্থানান্তর আলোচনা করুন।

৩. 'দীর্ঘকালীন ফিলিপ্স রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল'- ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. সত্য ৩. মিথ্যা ৪. সত্য ৫. সত্য